গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

স্মারক নং-১৮.০২৪.০১৪.০০২.০২০.২০১৭/১৪৮ তারিখঃ ১৯ আগস্ট ২০১৮

বিষয়ঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি এর সভাপতিত্বে গত ০৫/০৮/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত অত্র মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। উল্লেখ গত ১৩/০৪/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা পর্যায়ে নতুন প্রকল্পের ডিপিপি ও প্রকল্প সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

সংযুক্তিঃ ১ (এক) পৃষ্ঠা।

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৪৫০৯৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপ-সচিব/উপ-প্রধান, ইউ এন- ৩)।
৩। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/সংস্থা/উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।
৬। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম।
৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, টিসিবি ভবন, কাওরাণ বাজার, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, আল-আমিন মিলিনিয়াম টাওয়ার, লেভেল-৭, ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা।
১০। বিভাগ প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১১। মহা-পরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
১৪। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী, জুলদিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
১৭। পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেঁজগাও, ঢাকা।
১৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (১/২/৩/৪/৫) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (তাঁকে সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। উপ প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। অফিস কপি।

E/P-5/ADP.MINTS.LETTER

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-১৯ র্থবছরের এডিপিভুক্ত এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	শাজাহান খান, মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখঃ	০৫/০৮/২০১৮ ইং
সময়ঃ	দুপুর ১২.০০ ঘটিকা
স্থানঃ	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট "ক"।

০২। মাননীয় মন্ত্রীর অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় সভার শুরু তে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, অদ্যকার সভাটি চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের প্রথম সভা, এ সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। অতঃপর তিনি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধানকে উক্ত সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়সমুহ বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। যুগ্ম-প্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৪৫ টি (এডিপিভুক্ত ৩৫ টি + নিজস্ব অর্থায়ন ১০ টি) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এর সংখ্যা ছিল ৩৫ টি (এডিপিভুক্ত ২৫ টি + নিজস্ব অর্থায়ন ১০ টি) । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৫ টি প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দকৃত ৪১৭২.৫৪ কোটি টাকার বিপরীতে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪১.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১%। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২৮০৬.২৫ কোটি টাকা। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ৩৫ টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৮৫৪.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে যা গত বছরের তুলনায় ১.৩২ গুণ বেশি। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১০ টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৩১৭.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে যা গত বছরের তুলনায় ২.০২ গুণ বেশি । এছাড়া এডিপিতে বরাদ্দ বিহীন ভাবে অননুমোদিত ৩১ টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ১৫ টি প্রকল্প রয়েছে। বরাদ্দের দিক থেকে মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ১৫ তম এবং টাকা খরচের দিক থেকে অবস্থান ৬ষ্ঠ বলে সভাকে অবহিত করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের প্রকল্প সংখ্যা ও উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রকল্পসমূহের দরপত্রের বিষয়ে সংস্থা প্রধানদের নিকট মাননীয় মন্ত্রী জানতে চাইলে, নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ব্যতীত সকল প্রকল্পের দরপত্রের কাজ প্রায় শেষ মর্মে সংস্থা প্রধানগণ অবহিত করেন। পিপিআর, পিপিএ অনুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্পসমূহের দরপত্রের কার্যক্রম শেষ করতে হবে মর্মে তিনি নির্দেশনা দেন।

০৩.অত:পর যুগ্ম-প্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত সমস্যাসমূহ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সচিব মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত আধা সরকারি পত্রের নির্দেশনা সমূহ আলোচনা করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.ন	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
৩.১	**প্রকল্পের অর্থছাড় সংক্রান্তঃ** অর্থ বিভাগের ২০/০৬/২০১৮ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে আলোচনাকালে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ বাজেট বরাদ্দের আলোকে প্রকল্পের জিওবি অংশ (সিভিভ্যাট ও ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত) আর্থিক বিধিবিধান পালন সাপেক্ষে ১ম এবং ২য় কিস্তির অর্থ কিস্তি ভিত্তিক ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে অর্থছাড় এবং বিভাজন আদেশ জারীর প্রয়োজন হবেনা। ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কিস্তি ভিত্তিক ছাড় করবে। তবে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা কর্তৃক জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ক্ষেত্রে জিওবি অর্থছাড়ের বিদ্যমান পদ্ধতি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ/অনুদানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য (পিএ) অংশের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাজেট অথরাইজেশন প্রয়োজন হবে এবং সরকারের মাধ্যমে আরপিএ অর্থছাড়ের বিদ্যমান পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকবে।	ক) সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালকগণ অর্থ বিভাগের ২০/০৬/২০১৮ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী অর্থ ছাড়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। খ) IBAS++বিষয়ে মন্ত্রনালয় পর্যায়ে কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে একটি ট্রেনিং আয়োজন করতে হবে।	সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালকগণ নৌপম প্রশাসন অনুবিভাগ।

ক্র.ন	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কারী
৩.২	**প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ** বিগত অর্থবছর গুলোতে লক্ষ্য করা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে সম্পাদিত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়েছে। এতে প্রকল্পের রিটার্ন হতে সরকার তথা দেশের জনগণ বঞ্চিত হয়েছে। যেহেতু ডিপিপিতে ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত আছে, সেহেতু Value for money নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন না হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ক্রয় পরিকল্পনা ২০ জুলাই তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা ছিল। কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি।	২০১৮-১৯ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ১৮/৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিক ভাবে মন্ত্রণালয়ে পেরণ করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৩	**PCR প্রদানঃ** আইএমইডির পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে PCR মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়। সে মোতাবেক যেসকল প্রকল্প ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শেষ হয়েছে, সেগুলোর PCR আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	যেসকল প্রকল্প ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শেষ হয়েছে, সেগুলোর PCR আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৪	**প্রকল্পের সংশোধনঃ** স্টারমার্কসসহ যেসকল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি/সংশোধন করতে হবে সেগুলোর প্রস্তাব সংস্থা হতে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মেয়াদবৃদ্ধি/সংশোধন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব সংস্থা হতে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৫	**দরপত্র আহবানঃ** পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে দরপত্র আহবানসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি প্রক্রিয়াকরণ করেশুষ্ক মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) ত্বরান্বিত ও মানসম্মতভাবে অর্জন, ডিপিএম পদ্ধতি পরিহার ও ই-টেন্ডার করার নির্দেশনা দেয়া হয়।	ডিসেম্বর, ২০১৮ এর মধ্যে সকলদর পত্রের নোটিফিকেশন অবঅ্যাওয়ার্ড নিশ্চিত করতে হবে।ডিপিএম পদ্ধতি পরিহার করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৬	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ** প্রকল্পের তথ্য নির্ভর বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য নির্ভর হতে হবে এবং নিয়মিত ভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৭	**পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভাঃ** প্রকল্প মনিটরিং ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অন্যতম টুল পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা। প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে তিন মাস অন্তর অন্তর পিআইসি সভা এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	তিন মাস অন্তর অন্তর পিআইসি সভা এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে।	পরিকল্পনা উইং, নৌপম এবং সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৮	**সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগ শক্তিশালী করণ:** উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টেকনিক্যাল প্রকল্পের টিপিপি, বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন সংস্থা সমূহের পরিকল্পনা বিভাগ হতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ডিপিপি/টিপিপি/সমীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন তরান্বিত করণের জন্য সংস্থা সমূহের পরিকল্পনা বিভাগ শক্তিশালী করণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগ শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংস্থা ও নৌপম
৩.৯	**ই-যোগা যোগঃ** সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কাজ দ্রুত করার স্বার্থে তথা দ্রুত সেবাপ্রদানের জন্য ডাকসমূহ ই-নথি, ইমেইলে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। ই-নথিতে কাজ সম্পাদনের জন্য স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ আনুষঙ্গিক ডিভাইস শাখাগুলোতে সরবরাহের নির্দেশনা দেয়া হয়।	মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডাক, ই-নথি, ই-মেইল ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।	সংস্থা ও নৌপম

০৪. জাহাজ নির্মাণ কারী প্রতিষ্ঠান গুলো নির্ধারিত সময়ে জলযান সরবরাহ না করায় মাননীয় মন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এফএমসি, নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড, আনন্দ শিপইয়ার্ড ও থ্রি-এঞ্জেল মেরিন লিমিটেড এর সাথে মিটিং করার নির্দেশনা দেন। আইএমইডি প্রতিনিধি জানান, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিআইডব্লিউটিসির ২ টি প্রকল্পের পিসিআর এখনো জমা দেয়া হয়নি। সচিব মহোদয় অতিদ্রুত পিসিআর জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে নির্দেশনা দেন ।

০৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬.৮.১৮

(শাজাহান খান)
মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়